ইচ্ছে কুসুম

কাবেরী রায়চৌধুরী

ফ্রেশ লাগছে। তাজা, টাটকা। একেবারে ঝরঝরে। সমস্ত ক্লান্তি উধাও। পেছনের বাগান থেকে সবুজ গন্ধ আসছে। ঝলক ঝলক টাটকা বাতাস সঙ্গে। লম্বা করে শ্বাস

নিল উর্জস্বী। শরীরের প্রান্তর থেকে প্রান্তরে ঢুকে গেল প্রয়োজনীয় অক্সিজেন।

এউ অক্সিজেনটুকুর কথাই বলেন প্রতিদিন চৈতন সেন। সকালবেলায় খোলা জায়গায় রাস্তায় হাঁটুন। জোরে জোরে শ্বাস নেবেন। আর তা যদি নাও পারেন ছাদে হাঁটুন, না হলে বাগান থাকলে স্পট জগিং করুন। একই উপকার পাবেন। তারপর এক্সারসাইজ তো রইলই।

মনে মনে হিসাব করল উর্জস্বী, আজ নিয়ে দশ দিন হল। এ মাসের দু'তারিখে জিমে জয়েন করেছিল আর আজ এগারো। দু'তারিখ থেকে গোনা হলে ঠিক দশ দিন। এর মধ্যেই এক কেজি মতো বাড়তি ওজন ঝরিয়ে ফেলেছে সে। আজই ওজন নিয়েছিলেন চৈতন সেন।

এর মধ্যেই শীত গেছে। ফাল্গুনেই গরমের তাত। উর্জস্বী সোফায় টান টান করে মেলে দিল শরীর। বেশ গরম লাগছে এখন। রীতিমতো ঘাম হচ্ছে। হবেই বা না কেন ? তাকে দেখলেই চৈতন সেনের কড়াকড়ি বেড়ে যায় যেন। এসি তো বন্ধ করবেনই এমনকী ফ্যানও বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেবেন ইন্সট্রাক্টার মেয়ে দুটোকে। আর এই নিয়ে হাসাহাসির অন্ত আছে ? চৈতন সেন চোখের আড়াল হলেই মেয়ে দুটো, রীনা আর সীমা হেসে গড়িয়েই খুন।

আজও তাই। ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকতেই মিসেস পাড়ুই কেমন যেন ইঙ্গিতপূর্ণ হাসলেন রীনার দিকে চেয়ে। মুহূর্তে হাসি এ মুখ থেকে ও মুখে। কীরকম অদ্ভুত একটা লাগছিল তার, তাকে দেখে অমন করে হাসার মানেটা কী ? জিজ্ঞেস করতেও ইচ্ছা করল না। এক্সারসাইজ চটি বার করে রীনার হাতে দিতে না দিতেই দরজায় ঠক্‌ঠক্‌।

-- ওই ... । স্যার এসেছেন। বলতে বলতেই রীনা ফ্যান অফ করে দিয়ে দরজা খুলেই এক গাল হেসে বললেন, বন্ধ স্যার সব।

-- এসি বন্ধ তো ?

-- হ্যাঁ স্যার।

-- শোন, আজকে সবার ওয়েট নেবে এক্সারসাইজ করার পনেরো মিনিট বাদে। আমাকে রিপোর্ট দেবে। চৈতন যেন চোখের আড়াল হতেই ঘরভর্তি মেয়েরা গড়িয়ে পড়ল খিলখিল হাসিতে।

-- সত্যি ভাই তুমি এলেই আমাদের স্যারের টনক নড়ে। মিসেস সেন ভাইব্রেটার রোলারে মস্ত ভুড়ি চেপে ধরে হাসলেন।

-- আমি এলে ? মানে ? উর্জস্বী অবাক।

-- বোঝ না ? ন্যাকা না ? খুকি খুকি ভাব ? পিয়ালী সেন আয়নার মধ্যে তাকে দেখতে দেখতে কথাটা ছুঁড়ে দিল।

-- সত্যিই বুঝি না গো। এত কথা বোঝার মতো বুদ্ধিমতী নই। যা বলার সোজাসুজি বললেই পারো। ব্যস্ত হয়েছিল সে ওয়েস্ট বেন্ডিং-এ। দাঁড়িয়ে হাঁটু ভাঁজ করে দুটো হাত মাথার পেছনে দিয়ে বাঁদিকে এবং ডানদিকে কোমর বেঁকাতে হবে যথাক্রমে কুড়িবার করে।

-- আরে বাবা, তুমি বোঝ না কিছু ?

-- না ?

-- তুমি এলেই স্যারের খেয়াল পড়ে এসি বন্ধ করতে হবে, ফ্যান বন্ধ করতে হবে। বাব্বা ! মাথা একেবারে ঘুরিয়ে দিয়েছেন স্যারের।

পিয়ালীর কথা প্রায় লোপ্পা ক্যাচ ধরে নিল মিসেস সেন, আমাদের তো চোখেই পড়ে না ওনার। তাকিয়েও দেখেন না। তাই না সাগরিকা ? সাগরিকা পাড়ুই বাটার ফ্লাই মেশিনে ব্রেস্ট এক্সারসাইজ করতে করতে মুখ বেঁকালো, বলল, উর্জস্বীর মতো অ্যাট্রাক্টিভ কেউ থাকলে আমরা কি করে নজরে পড়ব বলো ? পুরো ক্রেডিট গোজ টু উর্জস্বী। এমন বডি ফিটনেস। কে বলবে ও বত্রিশ ? দেখে মনে হবে ষোলো। আমার ষোলো বছরের মেয়েটাকে ওর চেয়ে বড় লাগে। চৈতন সেন এমনিতেই মেয়ে ন্যাকড়া ; তার মধ্যে পাগলকে শাকের ক্ষেত দেখিয়েছে উর্জস্বী। তা তিনি বিগড়োবেন না কেন ?

সাগরিকার কথার মধ্যেই রীনা উর্জস্বীর কোমরের দিকে ইঙ্গিত করল, তোমার যা ফিগার তাতে জিম না করলেও কিন্তু চলে। সব একদম মাপমতো।

-- আমার বর এরকম ফিগার দেখলে কী বলে জানো ?

-- কী বলে পারমিতা ?

-- বলে খাপে খাপ, আবদুল্লার বাপ।

পারমিতার কথা শুনে আবার এক প্রস্থ হাসাহাসি গড়াগড়ি।

-- এটা পারমিতা ঠিকই বলেছে সাগরিকা, মিসেস মিটার কথার মধ্যে ঢুকে পড়ল, পুরুষগুলোর ওই খাপেই ঝোঁক। নাক-মুখ-চোখ তোমার যাই হোক না কেন ওই খাপে খাপ হলেই হল। সব কটা জাত অসভ্য। আমার ভাইটা ? শেষে ধরে আনল একটা নেপালী মেয়েকে। মিষ্টতা একটা আছে ঠিকই, কিন্তু আসল ব্যাপার হল ওই খাপ ! প্রতিটা খাপ একেবারে মাপে মাপ।

আবার হিহি হোহোর ধুম।

-- আচ্ছা তোমাকে ডায়েট চার্ট দিয়েছে ? পারমিতাই জিজ্ঞেস করল।

-- দিয়েছে।

-- আমাকে দেয়নি। অথচ তোমার সঙ্গে সঙ্গেই জয়েন করলাম। একেই বলে ভাগ্য।

গর্বিত ভ্রু ভঙ্গি করেছিল উর্জস্বী, দৃষ্টিতে আত্মপ্রত্য।

-- কেন ভাগ্য কেন ? শ্লেষ জড়ানো উর্জস্বীর কণ্ঠস্বর।

সুজাতা নামের জলহস্তী প্রমাণ মহিলা এতক্ষণে মুখ খুলল, চৈতন সেনের দিকে চোখ তুলে দেখনি যেন ?

-- দেখেছি তো ?

-- বাব্বা ! ন্যাকামি হচ্ছে না ? তুমি জানো না মেয়েদের সেশানে প্রত্যেকটি মেয়ে ওর জন্য একেবারে দেবদাস ?

-- লেডি দেবদাস ? হেসে ফেললো উর্জস্বী, তাই বলো !

-- কিন্তু উনি কারোর দিকে ফিরেও দেখেন না। শুনলাম এই নাকি প্রথম যে তুমি এলেই উনি খেয়াল রাখেন, ফ্যান বন্ধ হল কি না, এসি বন্ধ হল কি না। দেখছো না, আমার সঙ্গে সঙ্গেই তোমাকে ডায়েট চার্ট ধরিয়ে দিলেন।

দুই

সোফায় টানটান হয়ে শরীর ছেড়ে দিল উর্জস্বী। কথাগুলো মনে পড়তেই ফুরফুরে

একটা অনুভূতি হচ্ছে। মনে মনে হাসল, চুলে আঙুল চালাল। কাঁধ ছোঁয়া চুলে ঔদ্ধত্য। আবার ভালোলাগা। ক্ষিধে পাচ্ছে এবার। সেই সকাল সাড়ে ছটায় এক গ্লাস লেবু-মধু ঈষদুষ্ণ জল তারপর সাড়ে সাতটায় একটা হাতে গড়া রুটি আর পাঁচমিশেলী সব্জির ঝোল। ব্যাস্। আর কিছু নয়। এখন সাড়ে এগারোটা। জিম থেকে ফিরে চারটে মুসম্বির রস তার জন্য ধার্য। হাঁক পাড়ল উর্জস্বী, নারায়ণী ! অ্যাই নারান ? আমার লেবুর রস কোথায় ?

হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির নারায়ণী, মামী গো, রূপলাগিতে আজ ঝা দেখালো না ? পেঁপে দিয়ে চন্দন গুঁড়ো। বলল, সপ্তায় একদিন, মেখে দেখুন, জেল্লা দেবে।

-- হয়েছে, তুই আগে আমাকে খাবার দে বাপ্। হেসে ফেলল উর্জস্বী। কী ছিল আর কী হয়েছে মেয়েটা। ক'মাসই বা হবে দেশ থেকে এল মেয়েটা। পিঠ খোলা জামা, রুখুসুখু চুল, হাতে-পায়ে খড়ি ওঠা। ফ্রিজকে বলে ঠান্ডা মেশিন ঘর। দেখ্ না দেখ্ শহরের হাওয়ায় একেবারে ভোল পাল্টে গেল। এখন সেই উর্জস্বীর রূপচর্চার প্রধান উপদেষ্টা। কোথায় শ্রীমতি, কোথায় রূপজগৎ সব কিছু চ্যানেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার দেখা চাই-ই চাই। অর্ক সেদিন ইয়ার্কি মেরে বলেছিল, দু'দিন বাদে তো অ্যাডে নামছই তখন বরং ওকেই সেক্রেটারি রেখে দিও।

প্রজাপতির মতো উড়ে গেল নারায়ণী ; হাতে মুসম্বির রস। ঢক্ঢক্ করে খাচ্ছে উর্জস্বী আর মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে নারায়ণী।

-- কী দেখছিস ?

-- তোমার মুখটা না জুহি চাওলার মতো, জানো ?

-- ধ্যাত্।

-- হ্যাঁ গো।

-- হয়েছে।

-- মামী ! তুমি রূপলাগিতে নাম দেবে ? পতিযোগিতা করছে ওরা, আজ দেখলাম।

-- কী ?

-- হ্যাঁ গো। পতি মাসের সেরা সুন্দরী পতিযোগিতা। আজ ঝে মডেলটা সুন্দরী হয়েছে, সে এসেছিল টিবিতে। কেমন ঝেন দেখতে ! ধ্যাবড়া নাক, দাঁত দুটো উঁচু মতন। ভাল্ না। তুমি ছবি পাঠালে, দেখবে সেরা সুন্দরী হবেই। পাঠাবে ? ও মামী ? আদুরে বায়না করল নারায়ণী।

-- তার চেয়েও বড় কাজ আছে বাবা, সামনে ! মজাদার ভঙ্গি করল উর্জস্বী।

-- কী গো ? হাঁটু মুড়ে গ্যাট হয়ে বসল নারায়ণী।

-- আছে, আছে। এখন তুই যা। আমি স্নানে যাব। আর মামা কী করছে রে ? আওয়াজ পাচ্ছি না।

-- বই মুকে করে শুয়ে আছে।

শোবার ঘরে উঁকি দিল উর্জস্বী। অর্ক মগ্ন। উর্জস্বীর পায়ের আওয়াজ পর্যন্ত পায়নি।

-- স্নান করবে না ?

-- হুঁ ? করব। -- বইয়ের পাতা থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই উত্তর দিল অর্ক।

-- তাহলে যাও। বেলা হয়ে গেল তো !

-- কত কেজি আজ ?

-- মানে ?

-- কমতি না বাড়তি ?

-- উপহাস করছ ?

-- আমাকে পাগলা কুকুরে কামড়েছে নাকি ? বই বন্ধ করে আধশোয়া হয়ে উঠল অর্ক। চোখের তারায় মজার ঝিলিক। বলল, তাহলে রাস্তার পোস্টারে কবে দেখতে পাচ্ছি তোমার ছবি ? তারপর টিভিতে ? সিনেমায় ?

-- অর্ক ! কান্না পাচ্ছে উর্জস্বীর। খারাপ লাগছে। বলল, ওভাবে ঠুকছ কেন ?

-- ঠুকছি ? আমি ? সাহস আছে ? বাব্বা ! দাঁড়াও দাঁড়াও, ভরদ্বাজ ফোন করেছিল, আবার করবে। এনথ্যু আছে ব্যাটার। লেগে পড়ে রাজি করাল তো তোমায় ! তারপর ? ... ? কেমন অদ্ভুত লাগল অর্ককে। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। এক্সরে আই দিয়ে জরিপ করছে যেন তাকে।

-- কী দেখছ ? বলতে গিয়ে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল উর্জস্বীর। তবে কি অর্ক কিছু টের পেল ? তাই বা কি করে হয় ?

-- তোমাকে দেখছি 'সু'। -- কী নরম কণ্ঠস্বর অর্কর। আবার ও বলল, তোমাকে দেখছি।

-- কেন ?

-- কারণ থাকতে হয় নাকি সবসময় ? দুদিন বাদে তো ...। থেমে গেল অর্ক।

-- কী ?

-- কিছু না। যাও ঘেমে গেছ জিমটিম করে। স্নান করে এসো। ভাবছিলাম, তুমি যখন মা হবে কেমন দেখতে হবে তুমি ?

-- মা ? এখনি ? ঢোক গিলল উর্জস্বী। সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করল, বলল, আগে দুজনে মিলে লাইফটা এনজয় করি, তবে তো।

-- দুজনে নয়, বলো তুমি একা।

-- কেন ? তুমি নয় কেন ?

-- আমি কী করে থাকব ?

-- তুমি জেলাস হচ্ছ অর্ক। আমি মডেলিং করব, তুমি সহ্য করতে পারছ না।

-- হাসালে ! উঠে বসল অর্ক। সিগারেট ধরাল। ধোয়ার রিং জটিল আবর্ত তৈরি করছে ঘরের আবহাওয়ায়। আমি জেলাস। সত্যিই তুমি পাগল হয়ে গেছো 'সু'। যাও স্নানে যাও। ভরদ্বাজ ফোন করবে।

তিন

স্নানে ঢুকল উর্জস্বী। মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছে। তবে কি অর্ক কিছু টের পেল ? না হলে মা হওয়ার কথা আসছে কেন এ সময়ে ? হয়তো কথায় কথায় তার প্রতিক্রিয়া, মুখের অভিব্যক্তি বুঝতে চাইছিল। মুহূর্তে চিন্তার স্রোত বাঁক নিল। কে জানে বাবা, ভাল মানুষের মতো মুখ করে এ লোক সবই সইতে পারে ! এক এক সময় তো অর্ককে শয়তান মনে হয়। এত ভালমানুষী কোনও মানুষের সহজাত হতে পারে না। ছদ্মবেশে শয়তান যেন। হয়তো সব বুঝেও এই মুহূর্তে চুপ করে আছে। দেখছে উর্জস্বী কী করে।

জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তেই ফোন বাজছে শুনতে পেল। কে জানে ভরদ্বাজের কিনা ? ভাবতে ভাবতেই বাথরুমের দরজায় করাঘাত। দরজা ফাঁক করতেই অর্ক হাত গলিয়ে কর্ডলেসটা দিয়ে দিল -- 'ভরদ্বাজ'।

-- স্নানে আছ শুনলাম।

কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছে উর্জস্বীর। কিছুটা লজ্জা। স্নান মানেই কেমন কেমন একটা ব্যাপার, আর সেই স্নানঘরে ঢুকে পড়েছে ভরদ্বাজ। হোক না দূরভাষে, তবুও তো ! মানুষ চোখ বন্ধ করলেই কাঙ্ক্ষিত কত জিনিস কল্পনা করে দেখতে পায়। আর সেই স্নানঘরে সম্পূর্ণ নগ্ন উর্জস্বীর কণ্ঠস্বরে স্বর মিলিয়ে কোথাকার কে এক ভরদ্বাজ ঢুকে পড়ল অনায়াসে। মুহূর্তে প্রসঙ্গ পাল্টাল উর্জস্বী, বলুন।

-- স্নান করছ ?

-- না।

-- অসময়ে করলাম না ?

-- আরে, না না, বলুন না।

-- কত কমালে ? স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়েছ ?

-- দশ এগারো দিন হল তো। কমেছে খানিকটা।

-- আসলে তোমার সবকিছুই পারফেক্ট বাট আমি যেটা চাইছিলাম, সেটা হল ট্রিমিং। ওটা হলেই চলবে। বাই দ্য ওয়ে, পরশু ইভনিং-এ আসছি আমি। বাড়িতে থেকো। আরও দু-একজন প্রোডিউসার তোমাকে মিট করতে চায়।

-- আরও দুজন। মানে এখনই ...। আচমকা কেমন ভয় করছে উর্জস্বীর।

-- হ্যাঁ ? হাসল ভরদ্বাজ, নাও শান্তি মনে এবার স্নান করো। ফোনটা কেটে দিল ভরদ্বাজ।

কীরকম ঘাম হচ্ছে। অদ্ভুত একটা ভয়ের ভাব জড়িয়ে ধরছে তাকে। এই ভরদ্বাজ ... সেই বিয়ের পর থেকে লেগে ছিল তার পেছনে। এক কথা ইনিয়ে বিনিয়ে সিনেমায় নামলে তোমার হবে। প্লিজ রাজি হয়ে যাও। উর্জস্বী অবাক ; বলতো, কী করে বুঝলেন ?

-- এমনি এমনি প্রোডিউসার হয়েছি নাকি ? জহুরীর চোখ আমাদের। আসল রত্নটিকে নকলের মধ্যে থেকে খুঁজে বার করাই তো আমাদের কাজ।

-- আমার দ্বারা হবে না। হাসত উর্জস্বী, বলেছিল, আপনার অ্যাজাম্পশন এই বেলা ঠিক ভুল হয়ে যাবে, দেখবেন ?

-- নো। ইট কান্ট বি।

-- না না, আমার হবে না। পাতি চচ্চড়ি শাকপাতা খাওয়া মেয়ে কিনা সিনেমা করবে, মডেলিং করবে। বলতে বলতেই তবু আশ্চর্য একটা জগৎ ঝিলিক দিয়ে যেত তার মনে। অর্কর দিকে তাকাত সে। অবচেতনে হয়তো ইচ্ছা হত, অর্ক তাকে প্রশ্রয় দিক। উৎসাহ দিক। ভরদ্বাজের মতোই বলুক, 'হবে না কেন ? চেষ্টা করে তো দেখ।' অথচ কোনওদিন কিছু বলেনি অর্ক। ভরদ্বাজ বুঝত, তাই হয়তো অর্ককে বলত, মেয়েটার মধ্যে এত ট্যালেন্ট, একটু উৎসাহ দিলেও তো পারিস। তুই ব্যাটা চিরকেলে মেল শভিনিস্ট হয়েই রইলি। তারপর উর্জস্বীকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলত, ওকে তো স্কুল লাইফ থেকে চিনি। বরাবর এমন বইমুখো সেলফ সেন্টারড।

কতবার আর না বলবে ? ছাগলকে কুকুর বলতে বলতে সে যে মুহূর্তের ভুলে কুকুরই হয়ে যায়। অতএব লাগাতার ফিল্ম অ্যাকট্রেস, মডেল শুনতে শুনতে উর্জস্বী মনে মনে নায়িকা হয়ে গেছে যে, কত রাতে। কত একলা দুপুরে। হঠাৎই কোথা থেকে মাস ছয়েক বেপাত্তা থাকার পর একদিন উড়ে এল ভরদ্বাজ -- কনট্রাক্ট সাইন

করো। শাড়ির মডেল হবে। অবাকের চেয়েও বেশি অবাক উর্জস্বী। অর্ক হতচকিত। সই করে ফেলল উর্জস্বী। আর অর্ক কয়েকদিন একদম চুপ। অদ্ভুত নীরবতা ঘিরে ধরেছিল গোটা বাড়িটাকে। অখণ্ড নিস্তব্ধতা। লোক বলতে তো দুটো মাত্র প্রাণী আর কাছের লোকটাকে নিয়ে তিনজন। সেই বাড়িতে শব্দ নেই, বাক্য বিনিময় নেই। খেতে বসে একদিন আর পারল না সে, বলেই ফেলল, চুপ করে আছ কেন অর্ক ? ভরদ্বাজদার সামনে বললেই পারতে, আমি সাইন করতাম না।

-- মানে ? নিবিষ্ট মনে খাচ্ছিল অর্ক, এবার চোখ তুলল।

-- মানেটা তো স্পষ্ট। আমি ফিলম করি, অ্যাড করি তুমি চাইছ না। এটা তো একটা কাজ অর্ক। আর ... আজকালকার দিনে সবাই শিক্ষিত ভদ্র পরিবার থেকেই এ লাইনে আসছে।

গভীর চোখে চেয়েছিল অর্ক। তারপর মুখে হাসি টেনে বলেছিল, তোমার মধ্যেই কমপ্লেক্স গ্রো করছে। আমার কিছু হয়নি, আমরা সবাই স্বাধীন সু, প্রত্যেকেরই নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছা আছে। সবাইকে অন্যের ইচ্ছাকে মর্যাদা দিতে হবে। আমি কিচ্ছু ভাবিনি।

-- তাই কি ?

আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এল জীবনযাপন। তবু কোথায় যেন কাঁটা বিঁধে গেল। রাতের বিছানায় অর্ক আর আগের মতো নয় যেন। শান্ত শীতল স্রোতের মতো যাপিত জীবন।

মনটা কেমন বিস্বাদ লাগছে। শাওয়ার খুলে সমস্ত শরীর মেলে দাঁড়াল উর্জস্বী। অঝোরে বারিবর্ষণ হচ্ছে। মাথা থেকে জল নামছে। সমস্ত শরীর ধুয়ে যাচ্ছে। চোখ বন্ধ করে অন্য কথা ভাবার চেষ্টা করল উর্জস্বী। তার আশি বছরের বুড়ি দিদিমা বলতেন, ‘মেয়ে হয়েছ বলে মন বেঁধে রাখবে না। পাখি হয়ে থেকো। তবে তো জ্ঞান হবে, মনটাও আকাশের মতো নির্মল, স্বচ্ছ আর বড় হবে। নইলে জীবনটাই বৃথা যাবে মা।’

দিদিমার কথা ভাবতে ভাবতে মনটা সত্যি সত্যি আকাশের মতো হয়ে যাচ্ছে যেন। আকাশ স্বচ্ছ নির্মল নীলই। মাঝেমধ্যে কালো মেঘ এসে হানা দেয় বৈকি, তবে তার আর শক্তি কতটুকু ?

আবার করাঘাত। সজোরে। অর্ক ডাকছে, সু, তাড়াতাড়ি বেরোও তো দেখি, তোমার মেয়ে কেমন করছে দেখে যাও।

-- সাহেবা ! কী করছে ? পড়িমড়ি করে বেরলো উর্জস্বী।

দেখে যাও। এদিকে --

অবাক উর্জস্বী ; সাহেবা ছোট্ট তুলোর খেলনা কুকুরটাকে পেটের মধ্যে চেপে রেখে থেকে থেকে সুর করে কাঁদছে।

-- স্ট্রেঞ্জ ! কী হল তোর সাহেবা ?

টুলটুলে চোখ তুলে তাকাল সাহেবা। করুণ দৃষ্টি। আবার কাঁদছে সুর করে। এবারে বেশ করে খেলনা কুকুরটাকে দুধ খাওয়ানোর ভঙ্গিতে পেটে চেপে ধরল।

অবাক উর্জস্বী। অবাক অর্ক।

-- ডাক্তার ডাকব ? কল করো অর্ক। উর্জস্বী সাহেবার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিল।

নারায়ণী জলের বাটি এনে সাহেবার মুখের কাছে ধরল। মুখ ফিরিয়ে নিল সাহেবা। দাঁত বার করে দেখাল নারায়ণীকে। অর্ক ফ্রিজ থেকে বরফ বার করে ঘষতে লাগলো সাহেবার পেটে। তখনও হাত দিয়ে খেলনাটাকে চেপে ধরে আছে সাহেবা। অর্কই বলল, শি ইজ ইন প্রবলেম। তবে অসুস্থ নয়, এটা বোঝা যাচ্ছে।

তাহলেও ডঃ দাসকে কল করো প্লিজ। অর্ক সাহেবার কিছু হলে আমি ... ; গলা ধরে এল উর্জস্বীর। চোখের সামনে একটার পর একটা ছোট্ট ছোট্ট মুহূর্ত ভেসে উঠছে। -- ছোট্ট তুলোর বলের মতো সাহেবাকে বান্ধবীর বাড়ি থেকে নিয়ে এল একদিন সে। দেড়মাস তখন সাহেবা। মার দুধ খায়। প্রথম কটা দিন, থেকে থেকে সে কী তার কান্না কুঁই কুঁই করে। উর্জস্বী বুকে জড়িয়ে মার স্পর্শ দেয় আর ঝিনুকে করে ফোঁটা ফোঁটা দুধ খাওয়ায়। রাতে কেঁদে উঠলে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়ায়। সেই সাহেবা দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল। এখন তো রীতিমতো সুন্দরী যুবতী। ভরা বয়েস, তিন। মানুষের হিসাবে চব্বিশ।

-- কী ভাবছো সু ?

-- আমার ভাল্ লাগছে না অর্ক। তুমি ডঃ দাসকে খবর দেবে কি না বলো। চিৎকার করে উঠল উর্জস্বী।

-- দিচ্ছি। চিৎকার করছ কেন ? তুমি রেস্ট নাও। তোমার শরীর খারাপ লাগছে মনে হচ্ছে।

-- মানে ? চমকে উঠল উর্জস্বী। আমার কী হয়েছে।

-- চোখ দুটো বসা ক্লান্ত লাগছে।

সাহেবার কিছু হয়ে গেলে ..., কথা ঘোরাবার চেষ্টা করল উর্জস্বী। আমিই ফোন করছি, বলে দ্রুত পাশের ঘরে চলে গেল সে। অর্কর সামনে থেকে পালাতে পারলে বাঁচে যেন সে। কী অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ! অর্ক কি সন্দেহ করছে ? না হলে বলল কেন, 'তোমার শরীর খারাপ ?' বমি বমি ভাবটা আবার নাভি থেকে গুলিয়ে গুলিয়ে উঠল। কাল থেকেই বমি ভাবটা হচ্ছে। কালও দু-তিনবার টক জল জল বমি হয়েছে। তাড়াতাড়ি ডাঃ দাসকে ফোন করে মুখ চেপে বাথরুমে ঢুকল সে। জোর করে কল খুলে দিল, যাতে বমির আওয়াজ জলের আওয়াজে চাপা পড়ে যায়। হড়হড়িয়ে বমি হয়ে গেল যাবতীয় খাবার। তবু যেন দমক আসছে থেকে থেকে। ক্লান্ত লাগছে এখন।

কোনওমতে মুখে-চোখে জল দিয়ে বাইরে এল সে। সামনেই অর্ক। আবার সেই দৃষ্টি।

-- বমি করলে ?

-- অ্যাসিড হয়েছে।

-- কী করে বুঝলে ?

-- টক্ গন্ধ ছিল।

-- ও। ফোন করলে ?

-- হ্যাঁ।

অর্ক তীব্র দৃষ্টিতে দেখছে তাকে। চোখে চোখ রাখতে পারছে না উর্জস্বী। কোনওমতে বলল, আসছেন এক্ষুনি।

চার

-- একে কী বলে জানেন ? সিউডো প্রেগনেন্সি।

-- মানে ? চমকে গেল অর্ক, উর্জস্বী দুজনেই। সেটা কী ? হাসছেন ডা: দাস, বললেন, নাথিং টু ওরি। ভয়ের কিছু নেই। খুলে বলি আপনাদের। কুকুর পুষছেন আর এগুলো জানবেন না তা কী করে হয় ? -- ডা: দাস সাহেবার পেটের কাছে খেলনাটা আবার দিয়ে দিতেই সাহেবা তাকে পরম যত্নে চেটেপুটে আদর করে আবার পেটে চেপে বসল।

-- মেয়ে কুকুরদের এভরি সিক্স মান্থ সিজন হয়। এই সময় অনেক কুকুরই মনে মনে

ভাবে, তারা মা হতে চলেছে। এটা এক ধরনের হর্মোনাল সিক্রিয়েশনের ফলে হয়। অনেক সময় বুকে দুধও এসে যায়। তবে সব বিচেরই যে এমন হবে তার কোনও মানে নেই। অ্যাকচুয়ালি সবটাই মেন্টাল। এক একটা বিচ তো আবার বিছানা চাদর খুঁড়ে-টুরে একেবারে ডেলিভারির জায়গা পর্যন্ত তৈরি করে ফেলে। আপনাদের মেয়েটাও এখন মনে মনে মা হয়ে গেছে। ওই জন্যই খেলনা কুকুরটাকে ওর বাচ্চা ভেবে, বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য পেটে চেপে বসে আছে।

উর্জস্বী অবাক। সাহেবা মা হবে ? এত শখ !

অর্ক অবাক। বললেন, এখন করণীয় কী ?

-- ওষুধ লিখে দিচ্ছি, খাওয়াবেন। আর উষ্ণ জলে ভিনিগার ঢেলে কমপ্রেস করবেন টিডসগুলোতে।

-- আর খেলনাটা ?

-- থাকুক। আর একটা কথা, এবার একটা ওর বিয়ে দিয়ে দিন, সৎ পাত্র দেখে। হাসছেন ডাঃ দাস।

নারায়ণী আর অর্কও হেসে ফেলল ডাঃ দাসের কথায়। উর্জস্বীর বমি পাচ্ছে আবার। অদ্ভুত লাগছে গোটা ব্যাপারটা। সাহেবা মা হবে ? এত ইচ্ছা ? আর তার ?

-- আগে কিন্তু কখনও এরকম ইনসিডেন্ট শুনিনি ?

অর্ক যেন তখনও বিশ্বাস করতে পারছে না, বলল, আমার ছোটবেলাতেও দুটো কুকুর ছিল ... উঁহু ওদের কিন্তু হয়নি।

-- বললামই তো, সবার হয় না। আসলে স্ট্রিট ডগেদের এরকম হওয়ার কোনও প্রশ্নই আসে না। কারণ, এই বয়েসের মধ্যে ওদের বাচ্চা-কাচ্চা হয়েই যায়। দুঃখ

বেচারি বাড়িরগুলোর। এদের তো মালিকের ওপর ডিপেন্ড করে থাকতে হয়। কবে আপনারা বিয়ে দেবেন, তবে ওরা মা হবে। বেচারা !

-- সত্যিই। আর আমাদের মানুষদের দেখুন। অ্যাবরশনের রেট কীভাবে বেড়ে যাচ্ছে। তার উপর প্রতিদিনই প্রায় খবরের কাগজ খুললেই দেখা যাচ্ছে বাচ্চা ফেলে যাওয়ার গল্প। একটা কুকুরের মা হওয়ার কী প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা। ভাবা যায় না।

-- একজ্যাকটলি।

বমি চাপতে পারল না উর্জস্বী। বাথরুমে গিয়ে উপড়ে দিল যত গলদ। আয়নায় নিজের মুখটা দেখে চমকে উঠল। কী চেহারা হয়েছে এর মধ্যেই।

পাঁচ

বিকেলেও কিছু মুখে তুলল না সাহেবা। দুপুরেও না খাওয়া। নারায়ণী এক বাটি দুধ খেলনা কুকুরের মুখের কাছে ধরতেই ঝলমল করে উঠল সাহেবার মুখ। অর্ক মুগ্ধ হয়ে দেখছে। সোফায় শোয়া উর্জস্বীর দিকে ফিরে বলল, মাতৃত্ব কারে কয় দ্যাখো ? হাসছে মিটিমিটি অর্ক। ভাবা যায়। আমাদের সাহেবার মা হবার এত শখ ?

সাহেবা কুকুরটাকে নিয়ে আড়াই পাক ঘুরে আবার নিশ্চিন্ত মনে সোফায় বসল।

সন্ধে নামছে বাইরে। ঘরে যেন আশ্চর্য রাত্রি। মাটির ভার চিবোতে ইচ্ছা করছে উর্জস্বীর। ঠাকুমার মুখে শুনেছিল, সে হবার সময়ে নাকি তার মাও লুকিয়ে লুকিয়ে মিষ্টির ভাঁড়, দইয়ের ভাঁড় চিবিয়ে খেত। বুকের ভেতর ঝড় বইছে তার। কালই তো মুক্ত হয়ে আসত সে নার্সিংহোমে গিয়ে। অর্ক কিচ্ছুটি টেরও পেত না। ডাক্তার বলেছিলেন, ঘন্টা চারেকের মধ্যেই বাড়ি ফিরে যেতে পারবেন।

তাহলে ?

সাহেবা মন দিয়ে খেলনাটাকে আদর করছে চেটে চেটে। অর্ক মুগ্ধ হয়ে অপলক তাকিয়ে আছে তার দিকে। কী ভীষণ মুগ্ধ দৃষ্টি।

কাল ফেলে আসবে তাকে। নর্দমা দিয়ে ভেসে যাবে এক তাল রক্ত। ভাবতেই শরীরটা কেমন করে উঠল উর্জস্বীর। ভাল্লাগছে না কিছু। এ অনুভূতি কাউকে ভাগ করে দিতে পারবে না সে। একা একা আজীবন অনাগত ভবিষ্যতের মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করবে সে।

-- শরীর খারাপ লাগছে সু ? কী নরম কণ্ঠস্বর অর্কর।

-- উঁ ? ভীষণ আদর খেতে ইচ্ছা করছে উর্জস্বীর। কতদিন এমন মুগ্ধ দৃষ্টি দেখেনি সে অর্কর। যেন কোনওদিন অর্ক কারওর দিকে মুগ্ধ চোখে চায়ইনি। কোনওদিন মুগ্ধ হতে জানতই না।

-- তাহলে মায়ের মেয়েরই ছানাপোনা হচ্ছে আগে ? চোখ নাচাচ্ছে অর্ক ? সাহেবাকে চুমু খেলো বার কয়েক। উর্জস্বীর পাশে এসে বসল তারপর। বলল, মন খারাপ করছ ? কী হয়েছে ?

প্রচণ্ড কান্না পাচ্ছে উর্জস্বীর। ঝড়ে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে শরীর মন। মনে হচ্ছে, একবার চুমু খাক অর্ক। পেটে হাত রাখুক। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাক তার দিকেও।

-- মামী ! ও মামী ? নারায়ণীর ডাকে সমস্ত আবিলতা ভেঙে গেল।

-- মামী, রূপ চেতনা দেখাচ্ছে গো। দেখবে না ?

-- না।

-- সে কী রূপচেতনা দেখবে না ? হলটা কী তোমার ?

অর্ক অবাক। বেড়ালের মাছে বৈরাগ্য।

ঘরের লাইট নিবিয়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল উর্জস্বী অর্কর বুকের ওপরে। এলোপাথারি ঘুষি মারছে, কিল, চড় কিছু বাকি রাখল না। বুকে মুখ ঘষছে। কতদিন পর হারিয়ে যাওয়া প্রেম দুধের ফেনার মতো উপছে উঠল হঠাৎ। অর্ক অবাক, বিস্মিত। কী ঘটতে চলেছে বুঝতে না পেরে সজোরে আলিঙ্গন করল উর্জস্বীকে। বলল, হঠাৎ এতদিন পর ?

সাহেবা কেঁদে উঠল হঠাৎ। আধো-আলোতে দেখা গেল খেলনা কুকুরটা পড়ে গেছে মাটিতে।

-- তুলে দাও ওর বাচ্চাকে। আধো-আদুরে গলা উর্জস্বীর।

অর্ক হাত বাড়িয়ে খেলনাটা তুলে দিতেই আশ্লেষে জড়িয়ে ধরল তাকে উর্জস্বী।

মাথায় হাত বুলিয়ে দিল অর্ক, অভিভাবকদের মতো বলল, কী হয়েছে তোমার আমাকে বলবে ?

-- আমার সাত মাস বাকি আর। রানিং টু।

-- কী ! কী বললে ?

-- সাত মাস বাকি ! আবেগে থরথর করে কাঁপছে উর্জস্বী। এত আনন্দ যে জমা ছিল নাভির গোপনে, এতদিন যেন তা জানা-বোঝার অগম্য ছিল।

-- কিন্তু তোমার কেরিয়র ? ভরদ্বাজকে কী বলবে তুমি ? টাকাও নিয়েছ কিছু ? -- আলিঙ্গন শিথিল হয়ে যাচ্ছে অর্কর। মাথার মধ্যে দপদপে যন্ত্রণা টের পাচ্ছে।

-- যা খুশি হোক। আবেগে ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে উর্জস্বী ক্রমশ। মন অতিক্রম করে শরীর জেগে উঠছে অনেক দিন পরে।

বহুদিন পর জমাট মেঘ ভেঙে বারি বর্ষণ হচ্ছে। অর্কর দু'চোখে জল।

ঝড়বৃষ্টিতে তছনছ হয়ে যাচ্ছে উর্জস্বী। নাড়ীর গোপনে আরও একটা নিজস্ব সত্ত্বার স্পন্দন অনুভব করছে সে। ধুয়ে মুছে যাচ্ছে ভরদ্বাজ, চৈতন সেন, মাল্টি জিম, আর বিশাল একটা রুপোলি পর্দা। রুপোলি একটা মাছ ক্রমশ ঢুকে যাচ্ছে এবার উর্জস্বীর গোপন পৃথিবীতে।

-- তাহলে নায়িকা হওয়ার কী হবে ? উঁ ?

-- শাকচচ্চড়ি খেয়ে নায়িকা ? গাঢ় বুখে ডুবতে ডুবতে অস্ফুটে বলল সে। আশ্চর্য একটা ইচ্ছে কুসুম ধীরে ধীরে ফুটছে উর্জস্বীর গোপন হৃদয়ে। বলল, আমাকে বারণ করনি কেন ? উঁ ?